পশ্চিমবঙ্গ সরকার
পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর
জেশপ বিল্ডিং (দ্বিতীয় তল)
৬৩, নেতাজী সুভাষ রোড
কলকাতা-৭০০ ০০১

নং - ৩৯৬৯/পিএন/ও/১/৪পি-১/০৫ **তাং : ২৫. ০৭. ২০০৬**

আদেশনামা

যেহেতু ভারতীয় সংবিধানের ২৪৩-জি অনুচ্ছেদের নির্দেশ অনুযায়ী রাজ্যের ত্রিস্তর পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলিকে স্বশাসিত সংস্থা হিসাবে গড়ে উঠতে এবং সংবিধানের একাদশ তফসিলে উল্লিখিত বিষয়গুলির পরিপ্রেক্ষিতে এলাকার অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠাকল্পে বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচী রূপায়ণের উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা তৈরী করার ক্ষমতা ও অধিকার অর্পণ করার লক্ষ্যে বিধানসভাগুলিকে যথোপযুক্ত আইন প্রণয়ন করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে ;

এবং যেহেতু ১৯৭৩ সালের পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন (১৯৭৩ সালের পশ্চিমবঙ্গ ৪১ আইন) -এর ২০৭খ ধারা {যে ধারা ১৯৯৪ সালের পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত (সংশোধনী) আইন (১৯৯৪ সালের পশ্চিমবঙ্গ ১৮ আইন) -এর ৫০ ধারা বলে মূল আইনে সংযোজিত হয়েছে} অনুসারে রাজ্য বিধানমন্ডলী সংবিধান বিধৃত পূর্বোক্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পাদন ও পালন করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উপর এই বিষয়ে কিছু নির্দিষ্ট শর্ত সহ আদেশ প্রচার করার ক্ষমতা অর্পণ করেছে ;

এবং যেহেতু পঞ্চায়েতের বিভিন্ন স্তরে সহায়ক নীতির (principle of subsidiarity) অনুসরণে সুযাগ ও সম্ভাবনা বিচার করে পঞ্চায়েতের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন কার্যক্রম বা কার্যক্রমের অংশ বিশেষ অর্পণ করার প্রয়াজনীয়তা অনুভূত হয়েছে ;

এবং যেহেতু গত ২৭শে সেপ্টেম্বর, ২০০৫ তারিখে অনুষ্ঠিত বৈঠকে রাজ্য মন্ত্রী পরিষদ ভারতীয় সংবিধানের একাদশ তফসিলে অর্ন্তভূক্ত বিষয়গুলি এই আদেশ সংলগ্ন সারনিতে অর্ন্তভূক্ত করে পঞ্চায়েতের তিনটি স্তরে বিভিন্ন কার্যক্রম নির্দিষ্ট করে পৃথকভাবে অর্পণ করেছেন ;

অতএব, সংশোধন-উত্তর পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩-এর পশ্চিমবঙ্গ ৪১ আইন)-এর ২০৭খ ধারার (১) উপধারা অনুসারে ও এই মর্মে পূর্বে প্রচারিত গত **৭/১১/০৫ তারিখের ৬১০২/পিএন/ও/এক নং** আদেশনামার সাথে সাযুজ্য বজায় রেখে পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলির উপর ন্যস্ত কার্যক্রমগুলিকে অধিকতর সক্রিয় করার উদ্দেশ্যে এবং ভারত সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দারিদ্র দূরীকরণ কর্মসূচী সহ গ্রামোন্নয়নের বিভিন্ন প্রকল্পের সফল রূপায়ন করার লক্ষ্যে রাজ্যপালের নির্দেশ অনুসারে পঞ্চায়েতের বিভিন্ন স্তরের উপর দায়িত্বগুলি সহায়ক নীতি অনুসরণ করে ন্যস্ত করা হল এবং নির্দিষ্ট করা হল ।

পঞ্চায়েতের ত্রিস্তরে ন্যস্ত দায়িত্বের সারণি এই আদশনামার সাথে **সংযোজিত করা হ'ল** । এই আদেশনামা অবিলম্বে কার্য্যকরী হবে ।

রাজ্যপালের আদেশানুসারে,

স্বা:-
মানবেন্দ্র নাথ রায়
প্রধান সচিব, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

নং - ৩৯৬৯/ ১(১৩)/পিএন/ও/ ১/ ৪পি- ১/০৫ **তাং : ২৫. ০৭. ২০০৬**

জ্ঞাতার্থে ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য প্রতিলিপি প্রদত্ত হ'ল -

১) একান্ত সচিব, ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী / রাষ্ট্রমন্ত্রী

২) সভাধিপতি ----------জেলা পরিষদ (সকল) ।

৩) প্রধান সচিব / সচিব, প: ব: সরকার, ----------বিভাগ ।

৪) বিভাগীয় কমিশনার, ----------বিভাগ ।

৫) অধিকর্তা রাজ্য পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন সংস্থা, কল্যাণী, নদীয়া ।

৬) যুগ্ম অধিকর্তা, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন ।

৭) জেলা শাসক ----------জেলা (সকল) ।

৮) অতিরিক্ত নির্বাহী আধিকারিক ----------জেলা পরিষদ (সকল) ।

৯) জেলা পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন আধিকারিক ----------জেলা (সকল) ।

১০) সভাপতি, ----------পঞ্চায়েত সমিতি (সকল) ।

১১) নির্বাহী আধিকারিক, ----------পঞ্চায়েত সমিতি (সকল) ।

১২) প্রধান, ----------গ্রাম পঞ্চায়েত (সকল) ।

১৩) এই বিভাগের ----------উপশাখা (সকল) ।

যুগ্ম সচিব
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ কর্তৃক ত্রিস্তর পঞ্চায়েতে ন্যস্ত দায়িত্বের সারণী

১. ইন্দিরা আবাস যোজনা ঃ দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী তালিকা ভুক্ত পরিবারের জন্য বাড়ী তৈরী ও সংস্কারের প্রকল্প ।

কার্য্যাবলী	জেলা পরিষদের দায়িত্ব	পঞ্চায়েত সমিতির দায়িত্ব	গ্রাম পঞ্চায়েতের দায়িত্ব
১. দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী মানুষদের মধ্যে দরিদ্রতম মানুষকে চিহ্নিত করে উপভোক্তাদের তালিকা প্রস্তুতি ।		❖ গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে পাঠানো গ্রাম সংসদে অনুমোদিত উপভোক্তাদের অগ্রাধিকার তালিকা গ্রহন করা এবং তা আবার জেলা পরিষদে দাখিল করা।	❖ প্রতিটি গ্রাম সংসদের কোটা নির্ধারন করা এবং গ্রাম সংসদ সভায় উপভোক্তাদের অগ্রাধিকার তালিকা প্রস্তুতি, ❖ গ্রাম সংসদে অনুমোদিত এবং গ্রামসভায় অগ্রাধিকার দেওয়া উপভোক্তাদের তালিকা থেকে কোনও নাম না কেটে বা নতুন নাম না ঢুকিয়ে উপভোক্তাদের চিহ্নিত করণ ।
২. সরকারের কাছ থেকে অর্থ গ্রহন করা এবং বাড়ী তৈরী করার জন্য উপভোক্তাদের মধ্যে তা বণ্টন করা এবং একইভাবে ইন্দিরা আবাস যোজনায় নির্মিত গৃহের সংস্কারের জন্য অর্থ প্রদান ।	❖ সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত সমিতিকে জানিয়ে সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে অর্থ বরাদ্দ করা, ❖ মোট বরাদ্দের ৩ শতাংশ যাতে প্রতিবন্ধীদের জন্য ব্যয়িত হয়, তা সুনিশ্চিত করা ।		❖ গ্রাম পঞ্চায়েতের কমপক্ষে তিনজন সদস্য ও পঞ্চায়েত সমিতির পক্ষে ব্লক উন্নয়ন আধিকারিকের একজন প্রতিনিধি এবং সভাপতির একজন প্রতিনিধির উপস্থিতিতে চিহ্নিত উপভোক্তাদের অর্থ প্রদান ও অর্থপ্রাপ্তির রসিদ গ্রহন।

৩. বাড়ী তৈরী করে দেওয়া এবং সঠিক ভাবে বাড়ীগুলি তৈরী হয়েছে কিনা তা পরিদর্শন করা এবং মূল্যায়ন করা ।		❖ প্রকল্পটি ঠিকমত নির্বাহ করা হচ্ছে কিনা তা পরিদর্শন করা এবং মূল্যায়ন করা, ❖ গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি থেকে পাঠানো সদ্ব্যবহার পত্রগুলি গ্রহন করা এবং একত্রীকৃত সদ্ব্যবহার পত্র জেলা পরিষদের কাছে পাঠানো ।	❖ প্রকল্পটি ঠিকমত নির্বাহ করা হচ্ছে কিনা তার অগ্রগতি পরিদর্শন করা এবং পঞ্চায়েত সমিতিকে তা জানানো ।
৪. এই সংক্রান্ত রিপোর্ট তৈরী করা এবং উচ্চ স্তরে অর্থের সদ্ব্যবহার পত্র পাঠানো ।	❖ সমস্ত পঞ্চায়েত সমিতির একত্রীকৃত রিপোর্ট জেলা পরিষদের সংগ্রহে রাখা এবং উচ্চ স্তরে পাঠানো ।	❖ সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েতের একত্রীকৃত রিপোর্ট জেলা পরিষদে পাঠানো ।	❖ প্রকল্পের দ্বিতীয় কিস্তির ব্যাপারে কাজ সম্পূর্ন হওয়ার প্রমান পত্র সহ গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সুপারিশ গ্রহন, ❖ পঞ্চায়েত সমিতিতে অর্থের সদ্ব্যবহার পত্র প্রেরন ।
৫. পুরো প্রকল্পটি সম্পূর্ন হওয়ার পদ্ধতিগুলি লিপিবদ্ধ করা ।			❖ প্রকল্পটি সম্পূর্ন করার পদ্ধতিগুলি লিপিবদ্ধ করা এবং তা গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে রাখা, ❖ ঐ রিপোর্ট পঞ্চায়েত সমিতিতে পাঠানো ।

২. <u>সম্পূর্ণ গ্রামীণ রোজগার যোজনা</u> ঃ কাজ সৃষ্টি এবং স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র দূরীকরণের প্রকল্প ।

কার্য্যাবলী	জেলা পরিষদের দায়িত্ব	পঞ্চায়েত সমিতির দায়িত্ব	গ্রাম পঞ্চায়েতের দায়িত্ব
১. এমন কিছু প্রকল্প নির্বাচন যাতে কাজ সৃষ্টির সুযোগ বাড়ে , দরিদ্র মানুষেরা সারা বছর কাজ পায়, বিশেষতঃ এমন কিছু কাজ বেছে নেওয়া যাতে তফসিলী বা আদিবাসী সম্প্রদায়ের লোকেরা উপকৃত হয় এবং সেইসঙ্গে সমাজের জন্য বিভিন্ন সুযোগ সুবিধার সৃষ্টি হয় ।	❖ বার্ষিক পরিকল্পনা তৈরী করা এবং স্থায়ী সমিতি ভিত্তিক তা নির্দিষ্ট করা ।	❖ গ্রাম পঞ্চায়েতের বার্ষিক পরিকল্পনায় নেওয়া সম্ভব হয়নি অথচ চাহিদা আছে এমন বড় প্রকল্প চিহ্নিত করা এবং তার ভিত্তিতে কাজের বার্ষিক পরিকল্পনা তৈরী করা, ❖ সংশ্লিষ্ট স্থায়ী সমিতির গৃহীত প্রকল্পগুলির অনুমোদন প্রদান এবং সেগুলিকে বার্ষিক পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা ।	❖ গ্রাম সংসদ সভায় উপযুক্ত কাজ চিহ্নিত করা, ❖ চিহ্নিত কাজগুলির **(সংযোজনী 'ক' দেখতে হবে)** অগ্রাধিকার তালিকা গ্রাম পঞ্চায়েতে গ্রহন করা এবং তা বার্ষিক কর্ম্ম পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা ।
২. দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা তৈরীর জন্য প্রকল্প ব্যাঙ্ক তৈরী করা ।	❖ পঞ্চায়েত সমিতি থেকে অনুমোদিত বড় প্রকল্প এবং স্থায়ী সমিতিগুলি থেকে প্রস্তাবিত বড় প্রকল্পগুলিকে তালিকাভুক্ত করা, ❖ যেসব কাজ জেলা পরিষদ করতে পারবে তাদের তালিকা **সংযোজনী 'ক' তে দেওয়া হল।**	❖ গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে অনুমোদিত বড় প্রকল্পগুলিকে তালিকা ভুক্ত করা, ❖ স্থায়ী সমিতি গুলি থেকে অনুমোদিত প্রকল্পগুলিকে তালিকা ভুক্ত করা, ❖ যেসব কাজ পঞ্চায়েত সমিতি করতে পারবে তাদের তালিকা **সংযোজনী 'ক'তে দেওয়া হল।**	❖ গ্রাম উন্নয়ন সমিতির মাধ্যমে গ্রাম সংসদগুলির চাহিদা অনুযায়ী প্রকল্পগুলিকে তালিকা ভুক্ত করা, ❖ গ্রাম সংসদ থেকে উঠে আসা প্রকল্পগুলিকে উপসমিতির অনুমোদন ক্রমে তালিকা ভুক্ত করা, ❖ যেসব কাজ গ্রাম পঞ্চায়েত করতে পারবে

			তাদের তালিকা **সংযোজনী 'ক' তে দেওয়া হল।**
৩. গরীব গ্রামবাসী যাদের মজুরীর বিনিময়ে কাজের দরকার তাদের তালিকা প্রস্তুতি এবং যারা শ্রমদানে ইচ্ছুক তাদের তালিকা প্রস্তুতি।		❖ গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির সঙ্গে আলোচনা করে মজুরী শ্রমিকদের তালিকা প্রস্তুত করা।	❖ গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সঙ্গে পরামর্শ করে যেসব দরিদ্র মানুষ মজুরী ভিত্তিক কাজ খোঁজেন এবং শ্রম দিতে ইচ্ছুক তাদের তালিকা প্রস্তুত করা।
৪.প্রকল্পগুলি নির্বাহ করা ।	❖ ১০ লক্ষ টাকা বা তার অধিক বাজেটের প্রকল্প নির্বাহ করা এবং তার কম বাজেটের প্রকল্পগুলির ব্যাপারে পঞ্চায়েত সমিতি বা গ্রাম পঞ্চায়েতের হাতে রূপায়ণের দায়িত্ব প্রত্যর্পণ করা, ❖ ১০ লক্ষ টাকার বেশী কোন ও প্রকল্পের ক্ষেত্রে জেলা পরিষদ মনে করলে জেলা পরিষদের বাস্তুকার এর তত্ত্বাবধানে পঞ্চায়েত সমিতিকে দিয়ে কাজ করানো।	❖ ২ লক্ষ টাকার অধিক এবং ১০ লক্ষ টাকার কম বাজেটের প্রকল্প নির্বাহ করা এবং ২ লক্ষ টাকার কম বাজেটের প্রকল্প গুলির ব্যাপারে গ্রাম পঞ্চায়েতের হাতে ক্ষমতা প্রত্যর্পণ করা, ❖ জেলা পরিষদ দ্বারা দায়িত্ব প্রাপ্ত হলে জেলা পরিষদের বাস্তুকারের তত্ত্বাবধানে ১০ লক্ষ টাকার অধিক প্রকল্প নির্বাহ করা, ❖ পঞ্চায়েত সমিতি তে উপযুক্ত দক্ষতা সম্পন্ন কনিষ্ঠ বাস্তুকার বা অবর সহবাস্তুকার থাকলে পঞ্চায়েত সমিতির তহবিল থেকে ১০ লক্ষ টাকার বেশী	❖ ২০.০০০ টাকা পর্যন্ত যেকোনও মাটির কাজ যেমন, মাটির সংযোগকারী রাস্তা, খাল কাটা, পুকুর খনন, নালা খনন ইত্যাদি কাজে গ্রাম উন্নয়ণ সমিতি যথেষ্ট সক্ষম হলে গ্রাম পঞ্চায়েতের অনুমোদন ক্রমে তাদের দ্বারা রূপায়ণ করা, ❖ ২০.০০০ টাকা পর্যন্ত যেসব সারাই বা পরিকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণের কাজে কারিগরী বিশেষজ্ঞ দরকার হয়না সেসব কাজ গ্রাম উন্নয়ণ সমিতি যথেষ্ট সক্ষম হলে গ্রাম পঞ্চায়েতের অনুমোদন ক্রমে তাদের দ্বারা রূপায়ণ করানো , ❖ ২০,০০১ টাকা থেকে

		কাজ যেমন গৃহনির্মাণের কাজ বা অন্যান্য কাজের নকশা ও প্রাক্কলন জেলা পরিষদের বাস্তুকারের অনুমোদন সাপেক্ষে রূপায়ণ করা, ❖ পঞ্চায়েত সমিতি মনে করলে পঞ্চায়েত সমিতির তত্ত্বাবধানে ২ লক্ষ টাকার বেশী কোনও প্রকল্পের কাজ গ্রাম পঞ্চায়েতকে দিয়ে করানো ।	২ লাখ টাকা পর্যন্ত যাবতীয় প্রকল্প গ্রাম পঞ্চায়েতের দ্বারা রূপায়ণ করা, ❖ পঞ্চায়েত সমিতি অথবা জেলা পরিষদ দ্বারা দায়িত্ব প্রাপ্ত হলে জেলা পরিষদের অথবা পঞ্চায়েত সমিতির সংশ্লিষ্ট বাস্তুকারের তত্ত্বাবধানে ২ লক্ষ টাকার বেশী কোনও প্রকল্পের রূপায়ণ করা যদি ওই গ্রাম পঞ্চায়েতে নির্মাণ সহায়ক পদে দক্ষ ব্যক্তি নিযুক্ত থাকেন, ❖ গ্রাম পঞ্চায়েতের তহবিল থেকে ২ লক্ষ টাকার বেশী কাজ যেমন গৃহনির্মাণের কাজ বা অন্যান্য কাজের নকশা ও প্রাক্কলন পঞ্চায়েত সমিতি অথবা জেলা পরিষদের উপযুক্ত বাস্তুকারের অনুমোদন সাপেক্ষে রূপায়ণ করা যদি ওই গ্রাম পঞ্চায়েতে নির্মাণ সহায়ক পদে দক্ষ ব্যক্তি নিযুক্ত থাকেন, ❖ একক উপভোক্তার ক্ষেত্রে মোট বরাদ্দ কৃত অর্থের ২২.৫ শতাংশ

			রাজ্য সরকারের আদেশনামা [স্মারক নং ৭৩৪৮– আর ডি (এস জি আর ওয়াই) / ১ এস – ২ / ২০০২] অনুযায়ী প্রকল্প নির্বাহ করা **(সংযোজনী 'খ' দেখতে হবে)**, ❖ একটি সংসদ এলাকায় গ্রাম পঞ্চায়েত বা পঞ্চায়েত সমিতি বা জেলা পরিষদ দ্বারা কোনও প্রকল্প রূপায়নের সময় গ্রাম উন্নয়ন সমিতি উপভোক্তা কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্বাহ করবে, ❖ দুই বা ততোধিক সংসদ এলাকায় গ্রাম পঞ্চায়েত বা পঞ্চায়েত সমিতি বা জেলা পরিষদ দ্বারা কোনও প্রকল্প রূপায়নের সময় প্রতিটি গ্রাম উন্নয়নসমিতি থেকে কমপক্ষে তিনজন করে সদস্য প্রতিনিধি নিয়ে উপভোক্তা কমিটি তৈরী হবে ।
৫.প্রকল্পের কারিগরী অনুমোদন করা ।	❖ চার লক্ষ টাকার বেশী আট লক্ষ টাকা পর্যন্ত যেকোনও প্রকল্পের এবং পাঁচ লক্ষ টাকার বেশী এবং	❖ এই স্তরের প্রকল্পগুলির মধ্যে এক লক্ষ এক টাকা থেকে দুই লক্ষ টাকা পর্যন্ত যেকোনও কাজ এবং আড়াই লক্ষ টাকা	❖ পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের কারিগরী নির্দেশিকা মেনে কুড়ি হাজার টাকা পর্যন্ত যেকোনও প্রকল্প জব অ্যাসিসট্যান্ট তৈরী

	আট লক্ষ টাকা পর্যন্ত মাটির কাজের কারিগরী অনুমোদন দেবেন জেলা পরিষদের সহকারী বাস্তুকার (অ্যাসিসট্যাণ্ট ইঞ্জিনিয়ার)। ❖ আট লক্ষ টাকার বেশী পঁচিশ লক্ষ টাকা পর্যন্ত প্রকল্পের কারিগরী অনুমোদন দেবেন জেলা পরিষদের বাস্তুকার (এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার), ❖ পঁচিশ লক্ষ টাকার বেশী প্রকল্পের কারিগরী অনুমোদন দপ্তর থেকে নিতে হবে।	পর্যন্ত মাটির কাজের কারিগরী অনুমোদন করবেন অবর সহ বাস্তুকার (এস.এ.ই), ❖ দুই লক্ষ টাকার বেশী চার লক্ষ টাকা পর্যন্ত যেকোনও প্রকল্পের এবং আড়াই লক্ষ টাকা থেকে পাঁচ লক্ষ টাকা পর্যন্ত মাটির কাজের কারিগরী অনুমোদন করবেন জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার, ❖ পাঁচ লক্ষ টাকার বেশী প্রকল্পের কারিগরী অনুমোদন জেলা পরিষদের সহকারী বাস্তুকার (অ্যাসিসট্যাণ্ট ইঞ্জিনিয়ার)কে দিয়ে করিয়ে আনতে হবে।	করবেন। এর জন্যে কোনও কারিগরী অনুমোদনের দরকার নেই, ❖ এই স্তরের প্রকল্পগুলির মধ্যে এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত যেকোনও কাজের কারিগরী অনুমোদন করবেন নির্মান সহায়ক।
৬.সামাজিক বনসৃজনের প্রকল্পটি নির্বাহ করা।	❖ বন দপ্তরের সহযোগিতায় বড় মাপের সামাজিক বনসৃজন নির্বাহ করা।	❖ সামাজিক বনসৃজন প্রকল্পের আওতায় বন ও ভূমি সংস্কার স্থায়ী সমিতির অনুমতি সাপেক্ষে প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতকে চারাগাছ বিতরণ।	❖ সামাজিক বনসৃজন প্রকল্পের আওতায় সাধারণ গাছের নার্সারী তৈরী করা। চারা রোপনের ব্যাপারে খালের ধারে এবং রাস্তার ধারে উদ্যোগ নিতে হবে। এই প্রকল্পের ব্যাপারে স্বনির্ভর দলগুলিকে কাজে লাগানো যেতে পারে, ❖ সামাজিক বনসৃজন

			প্রকল্পের আওতায় সমস্তরকম রক্ষণা বেক্ষণের কাজ গ্রামপঞ্চায়েত করবে। সামাজিক বনসৃজন থেকে বিক্রির মাধ্যমে পাওয়া লভ্যাংশ থেকে গ্রাম পঞ্চায়েত / পঞ্চায়েত সমিতি / জেলা পরিষদ গাছ লাগানোর খরচটা শুধুমাত্র পাবে, বাকীটা গ্রাম উন্নয়ন সমিতি বা স্বনির্ভর গোষ্ঠী পাবে।
৭. অর্থ সরবরাহ ।	আইন মোতাবেক গ্রাম পঞ্চায়েত বা পঞ্চায়েত সমিতির হাতে অর্থ প্রদান, মোট প্রাপ্য অর্থের ২২.৫ শতাংশ একক উপভোক্তার ক্ষেত্রে ব্যয় করা **(সংযোজনী 'খ' দেখতে হবে) ,** গ্রামীন প্রতিবন্ধীদের জন্য যাতে অন্ততঃ ৩ শতাংশ অর্থ ব্যয়িত হয়,সেদিকে লক্ষ্য রাখা।		
৮. অর্থের সদ্ব্যবহার সংক্রান্ত রিপোর্ট তৈরী করা এবং উচ্চ	সমস্ত পঞ্চায়েত সমিতির একত্রীকৃত সদ্ব্যবহার পত্র উচ্চ স্তরে পাঠানো।	❖ সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েতের একত্রীকৃত রিপোর্ট এবং অর্থের সদ্ব্যবহার পত্র জেলা	❖ গ্রাম উন্নয়ণ সমিতির কাছ থেকে অর্থের সদ্ব্যবহার পত্র সংগ্রহ করা এবং সমস্ত

স্তরে অর্থের সদ্ব্যবহার পত্র পাঠানো ।		পরিষদে পাঠানো ।	রিপোর্ট এবং অর্থের সদ্ব্যবহার পত্র পঞ্চায়েত সমিতির কাছে পাঠানো ।

৩. জল সরবরাহ প্রকল্প ঃ নলকূপ এবং পাইপের জল সরবরাহ ।

১.যাদের জন্য প্রকল্পটি নেওয়া যাবে,সেই উপভোক্তাদের নির্বাচন এবং স্থান নির্বাচন ।	❖ পাইপের মাধ্যমে জল সরবরাহ করার বড় প্রকল্প গ্রহণ করা এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় স্থান এবং উপভোক্তা পঞ্চায়েত সমিতির সুপারিশ অনুযায়ী নির্বাচন করা ।	❖ পাইপের মাধ্যমে এক বা একাধিক জল সরবরাহ করার বড় প্রকল্প রূপায়ণের জন্য প্রয়োজনীয় স্থান এবং উপভোক্তা নির্বাচন সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের সাথে আলোচনা ক্রমে নির্বাচন করা।	❖ গ্রাম সংসদের কাছ থেকে নলকূপ বসানো এবং তুলে বসানোর ব্যাপারে প্রস্তাব পাওয়া, ❖ তার জন্য প্রয়োজনীয় স্থান নির্বাচন।
২.প্রকল্প তৈরী করা এবং তার প্রাককলন (এস্টিমেট) তৈরী করা ।	❖ জনস্বাস্থ্য কারিগরী দপ্তরের জেলাস্তরের বা মহকুমাস্তরের আধিকারিকরা করবেন ।		❖ নির্মান সহায়ক প্রকল্প ও তার প্রাক্কলণ তৈরী করবেন ।
৩.প্রকল্পটি নির্বাহ	❖ বৃহৎ রিগ বোর্ড	❖ রিগবোর্ড	❖ সমস্ত নলকূপের

করা।	প্রকল্প গ্রহণ করা।	নলকূপ বসানো, উপভোক্তাদের হাতে প্রকল্পটির দায়িত্ব অর্পণ করা এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে অবস্থা বুঝে গ্রাম পঞ্চায়েতের হাতে দায়িত্ব অর্পণ করা।	সারাই এবং রক্ষণাবেক্ষণ এবং এই সংক্রান্ত অল্প ব্যয়ের ক্ষেত্রে গ্রাম উন্নয়ণ সমিতির হাতে অর্থ প্রদান করে কাজটি সম্পন্ন করা।
৪. অর্থ সরবরাহ করা।	❖ পঞ্চায়েত সমিতিকে অর্থ বরাদ্দ করা।	গ্রাম পঞ্চায়েতেকে অর্থ বরাদ্দ করা।	❖ নলকূপের সারাই এবং রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত অল্প ব্যয়ের ক্ষেত্রে গ্রাম উন্নয়ন সমিতির হাতে অর্থ প্রদান করা।
৫.অর্থের সদ্ব্যবহার পত্র যথাস্থানে পাঠানো।	❖ অর্থের সদ্ব্যবহার পত্র যথাস্থানে পাঠানো।	অর্থের সদ্ব্যবহার পত্র জেলা পরিষদে পাঠানো।	❖ পঞ্চায়েত সমিতিকে অর্থের সদ্ব্যবহার পত্র পাঠানো।

৪. **শিশু শিক্ষা কর্মসূচি ঃ গ্রামাঞ্চলে ৫ থেকে ৯ বছর বয়সী সকল শিশুর জন্য প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এই প্রকল্প ।**

কার্য্যাবলী	জেলা পরিষদের দায়িত্ব	পঞ্চায়েত সমিতির দায়িত্ব	গ্রাম পঞ্চায়েতের দায়িত্ব
১.বিদ্যালয় নেই এমন মৌজা ও বসতি চিহ্নিতকরণ ।	❖ জেলায় বিদ্যালয়হীন মৌজা ও বসতির সংখ্যা ও অবস্থান নিরূপন করা ।	❖ পঞ্চায়েত সমিতি এলাকায় বিদ্যালয়হীন মৌজা ও বসতির সংখ্যা ও অবস্থান গ্রাম পঞ্চায়েতের সাহায্যে নিরূপন করা ।	❖ যেসব মৌজা ও বসতির ১ কিলোমিটারের মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই,সেইমৌজা ও বসতিগুলিকে গ্রাম উন্নয়ন সমিতির মাধ্যমে চিহ্নিত করা , ❖ যেসব মৌজা ও বসতির কাছাকাছি প্রথমিক বিদ্যালয় থাকা সত্ত্বেও ভৌগোলিক বাধার কারণে শিশুরা যেতে পারেনা সেগুলিকে গ্রাম উন্নয়ন সমিতির মাধ্যমে চিহ্নিত করা ।
২. সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার পরিকল্পনা গ্রহণ করা ।	❖ পঞ্চায়েত সমিতিগুলি থেকে আসা প্রস্তাবের ভিত্তিতে জেলার জন্য সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার পরিকাঠামো সুনিশ্চিত করা , ❖ .জেলার জনগণনার তথ্য অনুযায়ী ৫ থেকে ৯ বছর বয়সী শিশুর	❖ .সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে উঠে আসা প্রস্তাবগুলি একত্রীকৃত করে পঞ্চায়েত সমিতির সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার পরিকল্পনা প্রস্তুত করা এবং তা জেলা পরিষদে পাঠানো , ❖ সকল শিশুই	❖ বিদ্যালয়হীন মৌজা ও বসতি চিহ্নিত করার পরে কোথায় শিশু শিক্ষা কেন্দ্র খোলা প্রয়োজন বা কোন্ কোন্ শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের আর প্রয়োজনীয়তা নেই তা গ্রাম পঞ্চায়েত সভায় আলোচনাক্রমে স্থির করা এবং এই আলোচনার সিদ্ধান্ত পঞ্চায়েত সমিতিকে

	সংখ্যার সাথে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে , শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে এবং বেসরকারী বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হওয়া শিশুর সংখ্যা মিলিয়ে দেখা এবং বিষয়টি তদারকি করা ।	প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্ত্তি হয়েছে কিনা এবং একই শিশুর নাম একাধিক প্রতিষ্ঠানে নথিভুক্ত হয়েছে কিনা তা তদারকি করা ।	জানানো ।
৩. বিদ্যালয় গৃহ ও শৌচাগার,পানীয় জল, মিড ডে মিলের রান্নাঘর সহ প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো নির্মাণ।	❖ জেলায় সমস্ত শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের পরিকাঠামো গড়ে তোলার জন্য অর্থের খাত ধরে মোট অর্থ সংগ্রহ করার পরিকল্পনা করা এবং পঞ্চায়েত সমিতি বা গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া, ❖ কিভাবে এই পরিকাঠামো অনুস্তরে তৈরী হবে তার নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়ে তা পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েতকে জানানো ।	❖ জেলা পরিষদে গৃহীত সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে পঞ্চয়েত সমিতি স্তরে স্থানীয় চাহিদা অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং পরিকাঠামোর গুণগত মান নিশ্চিত করতে তদারকি ব্যবস্থা গড়ে তোলা ,	❖ পরিকাঠামো নির্মানে মানুষের সম্পদ সংগ্রহ এবং অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করা , ❖ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গুণগত মানের পরিকাঠামো নির্মিত হছে কিনা তা দেখা, ❖ পরিকাঠামো নির্মাণের সময় পঠণ পাঠণ যাতে ব্যহত না হয় তা তদারকি করা , ❖ পরিকাঠামো নির্মিত হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদকে তা জানিয়ে দেওয়া ।
৪. শিশু শিক্ষা কেন্দ্রকে নিয়মিত চালু রাখার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্তরকম সমর্থন দেওয়া ।		❖ শিশু শিক্ষা কেন্দ্রকে নিয়মিত চালু রাখার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত রকম সমর্থন গ্রাম পঞ্চায়েতকে দেওয়া ।	❖ শিশু শিক্ষা কেন্দ্রকে নিয়মিত চালু রাখার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্তরকম সমর্থন দেওয়া ।

৫.শিশু শিক্ষা কেন্দ্র নিয়মিত চালু রাখার জন্য স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণকে কার্যকরী করা ।			❖ .গ্রাম উন্নয়ন সমিতির মাধ্যমে শিশু শিক্ষার লক্ষ্যে স্থানীয় জনগণকে সচেতন করা, ❖ গ্রাম উন্নয়ন সমিতির মাধ্যমে শিশুরা যাতে নিয়মিত বিদ্যালয়ে যায় সেই ব্যাপারে অভিভাবকদেরকে বোঝানো এবং স্কুলছুট যাতে না হয় তার সঠিক তদ্বির / তদারকি করা ।
৬. নির্বাহী সমিতি গঠন করা ।			❖ সরকারী নীতি ও নির্দেশ অনুযায়ী পরিচালন সমিতি পুনর্গঠনের ব্যবস্থা করা।
৭.সহায়ক এবং সহায়িকা নির্বাচন ।			❖ শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের পরিচালন কমিটি সরকারী নির্দেশ অনুসারে সহায়ক, সহয়িকা নির্বাচন করবে।
৮.শিক্ষা তত্ত্বাবধায়ক নির্বাচন ।	❖ শিশু শিক্ষা মিশনের নির্দেশিকা মোতাবেক পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা তত্ত্বাবধায়ক নির্বাচন করা ।		
৯.প্রশিক্ষণের আয়োজন করা ।	❖ জেলার কর্মসূচীর সাথে	❖ জেলা	❖ পরিচালন সমিতির সদস্য বা সদস্যাদের প্রশিক্ষণ সংগঠিত করা।

	সংশ্লিষ্ট সকলের যেমন, পরিচালন সমিতির সদস্য, শিক্ষাতত্ত্বাবধায়ক সহায়িকা, গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সদস্য বা সদস্যাদের, গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য বা সদস্যাদের কর্মসূচী অভিমুখী করণের অথবা প্রশিক্ষণের একটি পরিকল্পনা রচনা করা, ❖ এই পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য অর্থের খাত নির্দিষ্ট করা । পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শিশু শিক্ষা মিশন অথবা পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের সঙ্গে প্রয়োজনে যোগাযোগ রেখে প্রশিক্ষণ কর্মসূচী রূপায়ণ করা, ❖ সহায়িকা প্রশিক্ষণের স্থান ও সময় নির্ধারণ করা ।	পরিষদের পরিকল্পনা অনুযায়ী পঞ্চায়েত সমিতি স্তরে শিক্ষা উপসমিতি ও স্বাস্থ্য উপসমিতির সঞ্চালকদের প্রশিক্ষণ সংগঠিত করা ।	
১০. অর্থ সরবরাহ ও অর্থ প্রদান ।	❖ সহায়ক এবং সহায়িকাদের বেতনের জন্য এবং অন্যান্য নৈমিত্তিক ব্যয়ের জন্য সরাসরি গ্রাম পঞ্চায়েতকে	❖ শিশু শিক্ষা কেন্দ্র তৈরীর জন্য সম্পুর্ণ গ্রামীন রোজগার যোজনা, গ্রামীন পরিকাঠামো উন্নয়ন তহবিল,অর্থ	

	অর্থ প্রদান এবং সেইসংক্রান্ত খবরাখবর পঞ্চায়েত সমিতিকে দেওয়া, ❖ শিশু শিক্ষা কেন্দ্র তৈরীর জন্য সম্পুর্ণ গ্রামীন রোজগার যোজনা, গ্রামীন পরিকাঠামো উন্নয়ন তহবিল,অর্থ কমিশন ইত্যাদি তহবিল থেকে অর্থের ব্যবস্থা করা ।	কমিশন ইত্যাদি তহবিল থেকে অর্থের ব্যবস্থা করা ।	
১১. তদারকি ও মূল্যায়ন । **ক) প্রশাসনিক**	❖ বরাদ্দকৃত অর্থ দ্রুততার সঙ্গে ব্যবহার করা এবং সদ্ব্যবহার পত্র পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরে ও রাজ্য শিশু শিক্ষা মিশনে পাঠানো, ❖ শিক্ষার্থীদের পঠন পাঠনের পদ্ধতি ও মান মূল্যায়ন করে তা আরও উন্নত করার নীতি নির্ধারণ করা, ❖ জেলায় দূরবর্তী এলাকার শিশুদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের নীতি নির্ধারণ করা,	❖ বিভিন্ন খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ দ্রুততার সঙ্গে ব্যবহার করা এবং সদ্ব্যবহার পত্র জেলা পরিষদে পাঠানো, ❖ পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত আধিকারিকদের দিয়ে পরিদর্শনের নির্ঘণ্ট (Schedule) তৈরী করা ও পরিদর্শন করানো, ❖ শিক্ষাকেন্দ্রের বার্ষিক ছুটির তালিকা নিরূপন করা, ❖ সহায়িকাদের উপস্থিতি এবং শ্রেণীকক্ষ সঞ্চালনের মূল্যায়ণ। সেইসঙ্গে পরিচালন সমিতি	❖ সহায়িকারা সঠিক সময়ে সাম্মানিক পাচ্ছেন কিনা তা তদারক করা , ❖ সহায়িকাদের কোনও অসন্তোষ থাকলে তা স্থানীয়ভাবে সমাধানের ব্যবস্থা নেওয়া।প্রয়োজনে পঞ্চায়েত সমিতিকে জানানো, ❖ সহায়িকাদের সময়মতো উপস্থিতি নিশ্চিত করা । এবিষয়ে পরিচালন সমিতিগুলিকে সক্রিয় করে তোলা, ❖ অনিয়মিত হাজিরা দেয় এমন শিশুদের চিহ্নিত করে গ্রাম উন্নয়ণ

	❖ জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্যদের দিয়ে নির্দিষ্ট সময়ান্তরে কেন্দ্রগুলি পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা, ❖ শিক্ষা তত্ত্বাবধায়কগণ নিয়মিত তত্ত্বাবধান করছেন কিনা তা তদারক করা এবং তাদের পাঠানো প্রতিবেদনে যে সমস্যাগুলি তুলে ধরেছেন সেগুলি নিরসনের ব্যবস্থা নেওয়া ।	যথেষ্ট কারণ ছাড়াই সহায়িকাদের যাতে ছাঁটাই না করে তা নিশ্চিত করা, ❖ শিক্ষা তত্ত্বাবধায়কদের দিয়ে প্রতি মাসে নির্দিষ্ট সংখ্যক (১০টি) কেন্দ্র তত্ত্বাবধান করিয়ে প্রতিবেদন নেওয়া এবং প্রতিবেদনগুলির পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া ।	সমিতির মাধ্যমে অভিভাবকদের সচেতন করা ।
খ)পঠন পাঠন সংক্রান্ত তদারকি ও মূল্যায়ণ	❖ পাঠ্যপুস্তকগুলি যাতে পুস্তক বিতরণের দিন অবশ্যই শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেওয়া যায় তার আগাম পরিকল্পনা করা এবং‘ নিশ্চিত করা ।	❖ সময়মতো পাঠ্যপুস্তক এবং পাঠ্যসামগ্রী সংগ্রহ এবং বিতরণ নিশ্চিত করা ।	
১২. মিড ডে মিলের ব্যবস্থা করা ।	❖ শিক্ষা কেন্দ্রের মধ্যাহ্ন কালীন আহারের চাল এফ.সি.আই থেকে সংগ্রহ করা , চালের গুনগত মান তদারক করা , ❖ মধ্যাহ্ন কালীন আহার রান্না করার	❖ শিক্ষা কেন্দ্রের মধ্যাহ্ন কালীন আহারের চালের গুণগত মানের উপর প্রতিবেদন জেলা পরিষদে পাঠানো, ❖ জেলা পরিষদের গৃহীত নীতির ভিত্তিতে রান্না	❖ রান্না করা খাবারের গুণগত মান তদারক করা , ❖ ‘মিড ডে মিল‘ যাতে বিতরণ হয় তার তদ্বির তদারকি করা এবং গ্রাম উন্নয়ন সমিতির মাধ্যমে তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা

	দায়িত্বে কারা থাকবেন তার নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহন করা , ❖ মধ্যাহ্ন কালীন আহারের জন্য চাল,অর্থ খরচ ও হিসাব নিকাশের দায়িত্ব কার উপর ন্যস্ত হবে তার নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা (এই কাজের দায়িত্ব সহায়িকাদের দেওয়া যাবেনা) , ❖ মধ্যাহ্ন কালীন আহার গ্রহনের জন্য শিশুদের পঠন পাঠনের সময় যেন ব্যাহত না হয়,তার জন্য নীতি গ্রহন করা (প্রয়োজনে পঠন পাঠন শুরু হবার আগেই খাদ্য পরিবেশন করা যায়), ❖ চালের এবং অর্থের সদ্ব্যবহারের শংসাপত্র সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রতিমাসে পাঠানোর ব্যবস্থা করা ।	করার দায়িত্ব অর্পণ করা (মিড ডে মিল রান্নার জন্য স্বনির্ভর দলগুলিকে কাজে লাগানো যেতে পারে), ❖ চাল এবং অর্থের হিসাব নিকাশ পরীক্ষা করা, ❖ চালের এবং অর্থের সদ্ব্যবহারের শংসাপত্র জেলা পরিষদে পাঠানো।	নেওয়া , ❖ মধ্যাহ্ন কালীন আহার প্রস্তুত ও পরিবেশনের জন্য শিশুদের পঠন পাঠনের সময় যেন ব্যাহত না হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখা, ❖ স্থানীয় সম্পদ সংগ্রহ করে খাদ্যদ্রব্যের মান উন্নত করা , ❖ শিক্ষা কেন্দ্রের সাথে জমি থাকলে সেখানে শাকসবজীবাগান করার পরামর্শ দিয়ে বাগান করানো ।
১৪. তথ্যসংগ্রহ করা ও তথ্যের ব্যবহার।	❖ জেলার শিক্ষা কেন্দ্রগুলির তথ্য ডাইস (DISE) সংগঠিত করা, ❖ ডাইসের ছকে	❖ ডাইসের ছকে তথ্য সংগ্রহ করার সময় প্রয়োজনীয় তত্ত্বাবধান করা , ❖ ছকগুলি পরীক্ষা	❖ শিশু শিক্ষা কেন্দ্রগুলির ছাত্রসংখ্যা, পুস্তক বিতরণ,মধ্যাহ্নকালীন আহার,পরিকাঠামো, সহায়িকা নিয়োগ

	সঠিক তথ্য তুলে আনা, ❖ তথ্য বিশ্লেষন করে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা ও পঞ্চায়েত সমিতি এবং গ্রাম পঞ্চায়েতকে নির্দেশ দেওয়া, ❖ প্রতি মাসে EMIS এর মাধ্যমে শিক্ষা কেন্দ্রগুলির বর্তমান অবস্থা যাচাই করা , ❖ EMIS এর তথ্য বিশ্লেষন করে সিদ্ধান্ত নেওয়া, ❖ দুর্বল শিক্ষা কেন্দ্রগুলি চিহ্নিত করে পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েতকে নির্দেশ দেওয়া, ❖ এই কর্মসূচী সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় যাবতীয় তথ্য রাখা এবং দরকারী খবরাখবর . শিশু শিক্ষা মিশনকে ও সংশ্লিষ্ট বিভাগকে জানানো ।	করে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে জেলায় পাঠানো, ❖ প্রতি মাসে EMIS এর তথ্য যাতে সকল শিক্ষা কেন্দ্র থেকে আসে তা দেখা, ❖ পঞ্চায়েত সমিতির ছক পূরণ করে জেলা পরিষদে পাঠানো, ❖ ডাইস (DISE) এবং EMIS এর তথ্য বিশ্লেষন করে দুর্বলতা চিহ্নিত করা এবং তা দূর করার ব্যবস্থা নেওয়া ।	সংক্রান্ত তথ্য গ্রাম উন্নয়ন সমিতির মাধ্যমে সংগ্রহ করে পর্যালোচনা করা এবং প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।

৫. মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মসূচি ঃ যেসব অঞ্চলে চাহিদা থাকা সত্ত্বেও ছাত্ররা উচ্চতর প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত তাদের জন্য অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্র চালু করার কর্মসূচি ।

কার্য্যাবলী	জেলা পরিষদের দায়িত্ব	পঞ্চায়েত সমিতির দায়িত্ব	গ্রাম পঞ্চায়েতের দায়িত্ব
১. .এলাকা চিহ্নিতকরণ এবং স্থান চিহ্নিতকরণ ।	চিহ্নিত এলাকায় মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্র চালু করার প্রস্তাব পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরে পাঠানো ।	.গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে আসা প্রস্তাব অনুসারে এবং 'শিক্ষা, সংস্কৃতি, তথ্য ও ক্রীড়া' স্থায়ী সমিতির পর্যালোচনা ও অনুমোদন ক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা এবং প্রস্তাবগুলি জেলা পরিষদকে পাঠানো ।	যেসব এলাকায় ৩ কিলোমিটারের মধ্যে উচ্চ বিদ্যালয় নেই,সেই সব এলাকাগুলিকে চিহ্নিতকরণ এবং মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপনের জন্য উদ্যোগ সৃষ্টি করা এবং সেইমতো প্রস্তাব পঞ্চায়েত সমিতিতে পাঠানো ।
২. সার্বজনীন প্রারম্ভিক শিক্ষার পরিকল্পনা গ্রহণ করা ।	❖ জেলায় ৯ থেকে ১৪ বছর বয়সী সকল শিক্ষার্থীর জন্য কাছাকাছি শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করার ব্যবস্থা করা, পঞ্চায়েত সমিতির সুপারিশ অনুসারে জেলাস্তরের'শিক্ষা, সংস্কৃতি, তথ্য ও ক্রীড়া' স্থায়ী সমিতির অনুমোদন ক্রমে নতুন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারের কাছে প্রস্তাব প্রেরণ ।	পঞ্চায়েত সমিতি এলাকায় ৯ থেকে ১৪ বছর বয়সী সকল শিক্ষার্থীর জন্য কাছাকাছি শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করার ব্যবস্থা করা , গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে পাওয়া প্রস্তাব অনুযায়ী পঞ্চায়েত সমিতি জেলা পরিষদের কাছে সুপারিশ করবে ।	মৌজাভিত্তিক ৯ থেকে ১৪ বছর বয়সী শিশুদের তালিকা প্রস্তুত করে সকলে যাতে প্রারম্ভিক শিক্ষা সমাপ্ত করে তা দেখা, শিশুদের মধ্যে কারা প্রথাগত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আর কারা মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্রে পঠন পাঠন চালাবে তা অভিভাবকদের সাথে আলোচনা করে নির্দিষ্ট করা ।

৩. স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণকে কার্যকরী করে এবং স্থানীয় ছাত্রদের উৎসাহিত করে মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা ।			.শিক্ষার সুযোগ পাবার ক্ষেত্রে বিভিন্নরকম বাধার বিষয়ে অভিভাবকদের সচেতন করা এবং স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণকে কার্যকরী করা ।
৪ পরিকাঠামো তৈরী করা ।	জেলায় যতগুলি মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্র আছে বা যত মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্রের প্রস্তাব পাঠানো হবে সেই কেন্দ্রগুলির গৃহ নির্মান করার অর্থ বরাদ্দের খাত নির্দিষ্ট করা, অর্থ বরাদ্দ করা, পরি কাঠামো তৈরীর নীতি নির্ধারণ করা, নক্সা ও প্রাক্কলন তৈরী করা ।	❖ জেলা পরিষদে গ্রহন করা নীতির ভিত্তিতে মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্রের পরিকাঠামো নির্মান ।	বিদ্যালয় গৃহ তৈরীর ব্যাপারে এবং অন্যান্য দরকারী বিষয়ে প্রয়োজনীয় সমস্তরকম সমর্থন দেওয়া, বিদ্যালয়ের জায়গার ব্যবস্থা করা এবং বিদ্যালয় গৃহ তৈরী করা , পরিকাঠামোর গুণগত মান ও তদারকি করা , জনগণের সম্পদ ও অংশগ্রহন সুনিশ্চিত করা।
৫.পরিচালন সমিতি পুনর্গঠন ।	❖ নির্দিষ্ট সময়ান্তরে পরিচালন সমিতি পুনর্গঠন নিশ্চিত করা ।	❖ পরিচালন সমিতি পুনর্গঠনের ব্যবস্থা করা ।	❖ পরিচালন সমিতি পুনর্গঠন করার জন্য প্রয়োজনীয় উপদেশ ও সহায়তা দেওয়া ।
৬ নতুন সম্প্রসারক	সম্প্রসারক নিয়োগ করার নীতি নির্ধারন, পঞ্চায়েত	❖ জেলা পরিষদের	❖ সম্প্রসারক নিয়োগ করার ব্যাপারে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা ।

নিয়োগ করা ।	ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের নির্দেশনামা পালন হচ্ছে কিনা তা দেখা এবং কঠোরভাবে প্রয়োগ করা ।	নীতি অনুযায়ী সম্প্রসারক বাছাই ও নিয়োগ হচ্ছে কিনা তা তদারক করা ।	
৭. প্রশিক্ষণ সংগঠিত করা ।	❖ শিক্ষা সম্প্রসারক এবং পরিচালন সমিতির সদস্যদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহন করা এবং সম্প্রসারকদের প্রশিক্ষণ সংগঠিত করা ।	❖ পরিচালন সমিতির সদস্যদের প্রশিক্ষণ সংগঠিত করা।	
৮.বিদ্যালয়গুলিকে অর্থবরাদ্দ করা ।	❖ মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্রের সম্প্রসারকদের সাম্মানিক এবং অন্যান্য খাতের অর্থ যা সরকারী খাত থেকে প্রাপ্ত হবে তা পরিচালন সমিতিকে বরাদ্দ করা, ❖ জেলা পরিষদের নিজস্ব তহবিল থেকে প্রয়োজন মতো অর্থ বরাদ্দ করে মাধ্য মিক শিক্ষা কেন্দ্রের পাঠাগার, পরীক্ষাগার স্থাপন করা ।	❖ পরিচালন সমিতির মাধ্যমে শিক্ষকদের সাম্মানিক অর্থ প্রদান , ❖ বরাদ্দ করা অর্থ মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্রগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করছে কিনা তা তদারক করা , ❖ অর্থের সদ্ব্যবহারের শংসাপত্র জেলায় পাঠানো হচ্ছে কিনা তা তদারকি করা ।	

৯. বইয়ের ব্যবস্থা করা ।	❖ মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্রের জন্য সরকারী পাঠ্যপুস্তক সংগ্রহ করে পঞ্চায়েত সমিতিকে জানিয়ে মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্রে পাঠানো।	❖ পাঠ্যপুস্তক বণ্টন ও তদারকি করা ।	❖ নির্বাহী সমিতির সাহায্যে বই সময়মতো বিতরণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা ।
১০. নিয়মিত চালু রাখার জন্য প্রয়োজনীয় পরিদর্শন এবং সঠিক তদ্বির তদারকি করা ।	❖ জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টন করে মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্রগুলি নির্দিষ্ট সময়ান্তরে পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা , ❖ জেলার আধিকারিকদের দায়িত্ব দিয়ে পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা , ❖ জেলার প্রত্যন্ত এলাকার সমস্যাগুলি দূর করার জন্য নীতি নির্ধারন করা ।	❖ .পঞ্চায়েত সমিতির নির্বাচিত সদস্যদের দায়িত্ব দিয়ে মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্রগুলির দৈনন্দিন কাজকর্মের তত্ত্বাবধান করা , কিরকম পঠণপাঠণ চলছে তা দেখা এবং স্কুলছুটের বিষয়গুলি তদন্ত করা ও সেই অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা , ❖ পঞ্চায়েত সমিতির আধিকারিকদের দায়িত্ব দিয়ে পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা ।	❖ সম্প্রসারকরা সময়মতো সাম্মানিকের অর্থ পাচ্ছেন কিনা তা তদারক করা , ❖ *সম্প্রসারকদের* কোনও অসন্তোষ থাকলে তা স্থানীয়ভাবে সমাধান করা , ❖ অনিয়মিত হাজিরা দেয় এমন শিশু বা স্কুলছুট শিশুদের অভিভাবকদের সচেতন করে তোলা, ❖ মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্রগুলিতে ছাত্ররা নিয়মিত আসছে কিনা এবং কেন্দ্রগুলিতে কিরকম পঠণপাঠণ চলছে সেবিষয়ে গ্রাম উন্নয়ণ সমিতির মাধ্যমে নিয়মিত তদ্বির তদারকি করা ।
১১. তথ্যভাণ্ডার তৈরী করা ও	❖ মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মসূচীর সামগ্রিক মূল্যায়ণ করে প্রয়োজনীয়	❖ ডাইস সংগঠিত করা,	

রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং তার ব্যবহার করা ।	নীতি নির্ধারণ করা, ❖ মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্র সংক্রান্ত তথ্য জেলা পরিষদে বিশ্লেষণ করে প্রয়োজনীয় নীতি নির্ধারণ করা , ❖ ডাইস সংগঠিত করা, ❖ ডাইসের তথ্য বিশ্লেষণ করে নীতি নির্ধারণ করা, ❖ পুরো জেলার মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্রগুলির মধ্যে সংযোগ রক্ষার জন্য তথ্যভান্ডার তৈরী করা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা।	❖ ডাইসে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করার জন্য প্রয়োজনীয় তদারকি ব্যবস্থা তৈরী করা, ❖ তথ্যের ভিত্তিতে দুর্বল কেন্দ্রগুলিকে চিহ্নিত করে অতিরিক্ত সহায়তা দেওয়া , ❖ মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্র সংক্রান্ত তথ্যভান্ডার তৈরী করা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং প্রয়োজনীয় রিপোর্ট জেলা পরিষদে পাঠানো ।	

৬. স্বর্ণজয়ন্তী গ্রাম স্বরোজগার যোজনা ঃ গরীব মানুষের স্বনির্ভরতার উদ্দেশ্যে স্বনির্ভর দল গঠনের মাধ্যমে তাদের প্রশিক্ষণ, ঋণ, প্রযুক্তি, প্রকৌশল, পরিকাঠামো এবং বাজারের সুবিধার ব্যবস্থা করার কর্মসূচি ।

কার্য্যাবলী	জেলা পরিষদের দায়িত্ব	পঞ্চায়েত সমিতির দায়িত্ব	গ্রাম পঞ্চায়েতের দায়িত্ব

১. স্বনির্ভর দল তৈরী করা ।	❖ স্বনির্ভর দল তৈরী করার জন্য পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে সবরকমের সহায়তা দেওয়া ।	❖ স্বনির্ভর দল তৈরী করার জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে উৎসাহিত করা, সচেতন করা, বারবার যোগাযোগ করা ইত্যাদি ।	❖ দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাসকারী মানুষদের নিয়ে স্বনির্ভর দল তৈরী করা, ❖ এই কাজে গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গুলি নিজ নিজ সংসদ এলাকায় স্বনির্ভর গোষ্ঠী গঠণ করবে , তাঁদের সচেতনতা বৃদ্ধি করবে, পরিচালনা ও অর্থনৈতিক বিকাশে সহায়তা প্রদান করবে এবং এইসব কাজের মাধ্যমে স্বনির্ভর গোষ্ঠী আন্দোলনকে আগামীতে সংসদ এলাকায় সাফল্যের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে।
২. স্বনির্ভর দলগুলির জন্য ভিত্তিমূল তৈরীর এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা ।	❖ স্বনির্ভর দলগুলির সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ব্লকের চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা তৈরী করা ,	স্বনির্ভর দলগুলির সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ সুষ্ঠুভাবে দেওয়ার জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত ভিত্তিক প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা তৈরী করা এবং তা বাস্তবায়িত করার জন্য জেলা গ্রামোন্নয়ন সেলের কাছে সময়মতো প্রস্তাব পাঠানো ,	❖ স্বনির্ভর দলগুলির নিয়মিত তদারকি ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থার জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে মনিটরিং টিম তৈরী করা এবং এই টিমে অন্ততঃপক্ষে ৬০ শতাংশ সদস্য যাতে স্বনির্ভর দলের প্রতিনিধি হয়, সেব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়া ,

			❖ সংসদ ধরে ধরে স্বনির্ভর দলগুলির সদস্যাদের ভিত্তিমূল তৈরীর প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থার জন্য ব্লকস্তরে সময়মতো প্রস্তাব পাঠানো ।
৩. স্বনির্ভর দলগুলিকে নিয়মিত দেখভাল করা।	❖ .নিয়মিত স্বর্ণজয়ন্তী গ্রাম স্বরোজগার যোজনা কমিটির (S.G.S.Y committee) মিটিং করা , ❖ ব্লকস্তরের ভার প্রাপ্ত আধিকারিকদের নিয়ে নিয়মিত মাসিক মিটিং করা.	❖ .নিয়মিত ব্লকস্তরের স্বর্ণজয়ন্তী গ্রাম স্বরোজগার যোজনা কমিটির (S.G.S.Y committee) মিটিং ডাকা এবং মিটিংয়ে গ্রামপঞ্চায়েত প্রধানদের উপস্থিতি সুনিশ্চিত করা , ❖ সহায়কদের / সংঘের প্রতিনিধিদের নিয়ে মাসে একটা মিটিং করা এবং মিটিংয়ে চিহ্নিত সমস্যাগুলি সম্পর্কে গ্রাম পঞ্চায়েতকে অবহিত করানো এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া, ❖ বছরে একবার যাতে ব্লক এলাকার সমস্ত স্বনির্ভর দলগুলি নিজেদের মধ্যে মিলিত হতে পারে তার ব্যবস্থা করা,	❖ স্বনির্ভর দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে মাসে অন্ততঃ একটি মিটিং করা ।

		❖ বিভিন্ন পরিকাঠামো গুলি যাতে স্বনির্ভর দলগুলির কাজে আসে ,এমত প্রস্তাব ডি,আর.ডি. সেলের কাছে সময় মতো পাঠানো ।	
৪.মূল *অর্থনৈতিক* কাজকর্ম নির্বাচনে স্বনির্ভর দলগুলিকে সাহায্য করা এবং সেইসব বিষয়ে প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা ।	❖ ***অর্থনৈতিক*** কাজকর্ম সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা ,বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকদের বিশেষতঃ কৃষি, পশু পালন, মৎস্যচাষ, হস্তশিল্প ও তাঁত ইত্যাদি নিয়ে রিসোর্স টিম তৈরী করা এবং স্বনির্ভর দলগুলির প্রশিক্ষণের গুণগত মান সর্বস্তরে ঠিকমতো হচ্ছে কিনা তা পর্যালোচনার জন্য মাসে একবার মিটিং করা ।	❖ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকদের বিশেষতঃ কৃষি,পশু পালন, মৎস্যচাষ, হস্তশিল্প ও তাঁত ইত্যাদি নিয়ে রিসোর্স টিম তৈরী করা এবং যাতে স্বনির্ভর দলগুলি তাদের চাহিদা অনুযায়ী উন্নত মানের ভিত্তিমূল তৈরীর প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য প্রশিক্ষণ পায় তার ব্যবস্থা করা ।	
৫. ঋণ পাওয়ার জন্য ব্যাঙ্কের সঙ্গে সংযুক্তি এবং আবর্তনীয় তহবিল (Revolving Fund) পাওয়ার ক্ষেত্রে স্বনির্ভর দলগুলিকে সাহায্য করা ।	❖ সি.সি. (ক্যাশ এবং ক্রেডিট) অয়াকাউন্ট খোলার ব্যাপারে এবং ভর্ত্তুকিসহ ঋণ সংযুক্তির ব্যাপারে যাবতীয় সহায়তা দেওয়া ।	❖ সিসি অ্যাকাউন্ট খোলার ব্যাপারে এবং ভর্ত্তুকিসহ ঋণ সংযুক্তির ব্যাপারে যাবতীয় সহায়তার ব্যবস্থা করা, ❖ স্বনির্ভর	❖ স্বনির্ভর দলগুলির সেভিংস্ ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলার ব্যাপারে ব্যাঙ্কের সঙ্গে কথা বলা , ❖ গ্রেডিং-এর কাজ যাতে তাড়াতাড়ি

		দলগুলির মূল অর্থনৈতিক কাজকর্মের প্রকল্প তৈরীর ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় প্রকৌশলগত সাহায্য করা এবং ব্যাঙ্কে প্রস্তাব পাঠানোর ক্ষেত্রে উদ্যোগ নেওয়া, ❖ গ্রেডিং-এর কাজ যাতে তাড়াতাড়ি শেষ হয় তার জন্য ব্যাঙ্ক এবং জেলা গ্রাম উন্নয়ণ সেলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা।	শেষ হয় তার জন্য ব্যাঙ্ক এবং জেলা গ্রাম উন্নয়ণ সেলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা ।
৬.বাজারের যোগাযোগ এবং বিপণনের ব্যবস্থা করা ।	❖ বিপণনের ব্যাপারে পরিকাঠামোগত সুযোগ ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা , ❖ স্বনির্ভর দলগুলি যাতে বিপণন কেন্দ্রগুলিকে ঠিকমতো চালনা করতে পারে সেব্যাপারে নজর দেওয়া , ❖ স্বনির্ভর দলগুলির উৎপাদিত দ্রব্য বাজারে বিক্রীর উদ্দেশ্যে মেলা ইত্যাদিতে দলগুলি যাতে যোগ দিতে পারে তার ব্যবস্থা করা এবং নতুন বাজারের খোঁজ করা	❖ উৎপাদিত দ্রব্যের মান উন্নয়নের ব্যাপারে ও বিপণনের ব্যাপারে সহায়তা দেওয়া ।	

	ও তার ব্যবস্থা করা, ❖ উৎপাদিত দ্রব্যের মান উন্নয়নের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া ।		
৭.স্বনির্ভর দলগুলির সংঘ বা মহাসংঘ (Federation) তৈরীর ক্ষেত্রে সাহায্য করা ।	স্বনির্ভর দলগুলির কাজকর্ম ভিত্তিক (Activity based) সংঘ বা মহাসংঘ (Federation) তৈরীর উদ্যোগ নেওয়া এবং তার জন্য যাবতীয় সহায়তা দেওয়া । যে সমস্ত স্বনির্ভর দল একইধরণের দ্রব্য উৎপাদন করছে তাদের নিজেদের মধ্যে সমন্বয় থাকাটা খুবই জরুরী, এতে উৎকৃষ্ট জিনিস ন্যায্য মূল্যে বিক্রী করার সম্ভাবনা বাড়ে। প্রতিটি ব্লকের স্বনির্ভর দলগুলির মধ্যে যোগাযোগ (net work) থাকাটা বাঞ্ছনীয় । ব্লকগুলির মধ্যে সংঘ গঠনের উদ্যোগ নেওয়া এবং তার জন্য যাবতীয় সহায়তা দেওয়া ।	❖ প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতে স্বনির্ভর দলগুলির সংঘ বা মহাসংঘ তৈরীর উদ্যোগ নেওয়া এবং তার জন্য যাবতীয় সহায়তা দেওয়া, সংঘের প্রতিনিধিদের সংঘ পরিচালনার ব্যাপারে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা , ❖ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজকর্মের তদারকি এবং সামাজিক কাজকর্মের দায়িত্ব সংঘকে দেওয়া . ❖ ব্লক এলাকার সম্পদগুলি যেমন,জমি ,পুকুর ইত্যাদির সদ্ব্যবহার যাতে স্বনির্ভর দলগুলি করতে পারে সে ব্যাপারে নজর রাখা এবং সবরকম সহায়তা দেওয়া , ❖ সংঘের মাধ্যমে দলগুলির	❖ স্বনির্ভর দলগুলির সংঘ তৈরীর উদ্যোগ নেওয়া এবং তার জন্য যাবতীয় সহায়তা দেওয়া, ❖ নতুন স্বনির্ভর দল তৈরীর দায়িত্ব সংঘকে (Federal) দেওয়া , ❖ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজকর্মে স্বনির্ভর দলের অথবা সংঘের প্রতিনিধিদের যুক্ত করা, ❖ গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন উপসমিতিতে স্বনির্ভর দলের অথবা সংঘের প্রতিনিধিদের আমন্ত্রিত সদস্য হিসেবে রাখা, ❖ পঞ্চায়েত স্তরে দলগঠনের প্রক্রিয়াটিকে মজবুত

		যেসব চাহিদা উঠে আসবে ,তা মেটাতে সাহায্য করা ।	করার ব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়া এবং দল গঠনকে আন্দোলনের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া , ❖পঞ্চায়েতের নিজস্ব তহবিল থেকে প্রয়োজনে সংঘের জন্য পরিকাঠামোর ব্যবস্হা করা ।
৮.তথ্যসংগ্রহ করা ।	❖ জেলার স্বনির্ভর দলগুলির যাবতীয় তথ্য সংগ্রহে রাখা।	❖ ব্লক এলাকার স্বনির্ভর দলগুলির যাবতীয় তথ্য সংগ্রহে রাখা।	❖ গ্রাম উন্নয়ন সমিতির মাধ্যমে স্বনির্ভর দলগুলির যাবতীয় তথ্য সংগ্রহে রাখা।

১. **<u>গ্রামীন পরিকাঠামো উন্নয়ন তহবিল</u> ঃ গ্রামাঞ্চলে পরিকাঠামো তৈরী করার কর্মসূচী।**

কার্য্যাবলী	জেলা পরিষদের দায়িত্ব	পঞ্চায়েত সমিতির দায়িত্ব	গ্রাম পঞ্চায়েতের দায়িত্ব
কোনও নির্দিষ্ট এলাকায় পরিকাঠামো তৈরীর প্রকল্প গ্রহন করা হলে তার ব্যয় ও প্রাপ্যের অনুপাত নির্ধারন করা।	❖ পঞ্চায়েত সমিতির সুপারিশ অনুযায়ী বিভিন্ন স্হায়ী সমিতির স্ব স্ব ক্ষেত্রের প্রকল্প গুলির মধ্য থেকে প্রকল্প নির্বাচন করা, ❖ জেলায় কাজ করছে এমন বিভিন্ন বিভাগীয় দপ্তর থেকে সুপারিশ করে পাঠানো অন্যান্য প্রকল্প গুলির মধ্য থেকে প্রকল্প নির্বাচন করা , ❖ নির্বাচিত প্রকল্পগুলির পরিকল্পনা ও প্রাককলন তৈরী করা।	❖ প্রকল্প গ্রহন করা স্হির হলে প্রকল্প নির্বাচন এবং তা অনুমোদনের জন্য জেলা পরিষদের কাছে সুপারিশ করা, ❖ দায়িত্ব অর্পিত হলে প্রকল্পটির রূপায়ণ, ❖ এইসব ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বিল তৈরী করা এবং তা জেলা পরিষদের কাছে পেশ করা।	
৩. অর্থের ব্যবস্হা করা এবং অর্থের সদ্ব্যবহার দেখা।	❖ অর্থ উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্হায়ী সমিতির অনুমোদন পাবার পরে তা পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর বা সংশ্লিষ্ট দপ্তরে পাঠানো এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে অর্থ দপ্তর বা	❖ কাজ সম্পূর্ণ হবার শংসাপত্র সহ অর্থের সদ্ব্যবহার পত্র জেলা পরিষদে পাঠানো।	

	NABARD এর কাছে পাঠানো , ❖ নির্দিষ্ট দপ্তরের কাছ থেকে অনুমোদন পেলে এবং অর্থবরাদ্দ হলে প্রকল্পটির রূপায়ণ এবং সেক্ষেত্রে জেলার নিজস্ব ইঞ্জিনিয়ারিং পরিকাঠামো অথবা বিভাগীয় দপ্তর বা পঞ্চায়েত সমিতিকে কাজে লাগিয়ে করতে হবে , ❖ কাজ সম্পূর্ণ হবার শংসাপত্র সহ অর্থের সদ্ব্যবহার পত্র দপ্তরে পাঠানো।		
৪. প্রকল্পগুলির তদ্বির তদারকি করা ।	❖ সমস্ত প্রকল্পে পর তদ্বির তদারকি করা, ❖ সংযোজনী ১ এবং সংযোজনী ২ অনুসারে রিপোর্ট তৈরী করা এবং ব্যয় পূরণ করার জন্য সরকারের কাছে দাবী পেশ করা ।		

৮. <u>সমগ্র স্বাস্থ্যবিধান কর্মসূচী</u> ঃ গ্রামাঞ্চলে স্বাস্থ্যসম্মত পরিকাঠামো ও সুযোগ সুবিধার মাধ্যমে জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের প্রকল্প ।

কার্য্যাবলী	জেলা পরিষদের দায়িত্ব	পঞ্চায়েত সমিতির দায়িত্ব	গ্রাম পঞ্চায়েতের দায়িত্ব
১. সার্বিক স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা এবং উৎসাহিত করা যাতে সার্বিক স্বাস্থ্যবিধান কর্মসূচী সফল হতে পারে ।	❖ জেলাস্তরে সমগ্র জেলার জন্য প্রযোজ্য সচেতনতা শিবির বা প্রোগ্র্যামের উদ্ভাবন করা এবং আয়োজন করা এবং সমাজ সেবক/ সমাজকর্মী / NGO / ক্লাব বা স্বেছাসেবী সংস্থার মাধ্যমে জনগণকে উৎসাহিত করা যাতে গ্রামের যেসব বাড়ীতে শৌচাগার নেই সেখানে শৌচাগার তৈরী করা হয় ।	❖ পঞ্চায়েত সমিতি স্তরে সচেতনতা শিবির বা প্রোগ্র্যামের আয়োজন করা এবং সমাজ সেবক/ সমাজকর্মী / NGO / ক্লাব বা স্বেছাসেবী সংস্থার মাধ্যমে জনগণকে উৎসাহিত করা যাতে গ্রামের যেসব বাড়ীতে শৌচাগার নেই সেখানে শৌচাগার তৈরী করা যায় ।	❖ সচেতনতা শিবির বা প্রোগ্র্যামের আয়োজন করা এবং সমাজ সেবক/ সমাজকর্মী / NGO / ক্লাব বা স্বেছাসেবী সংস্থার মাধ্যমে জনগণকে উৎসাহিত করা যাতে গ্রামের যেসব বাড়ীতে শৌচাগার নেই সেখানে শৌচাগার তৈরী করা হয়, ❖ গ্রাম পঞ্চায়েতের জনস্বাস্থ্য উপসমিতি এক্ষেত্রে বিশেষভাবে কাজ করবে, এই উপসমিতির সঞ্চালক হবেন এই কর্মসূচীর মুখ্য নির্দেশক, ❖ গ্রাম উন্নয়ন সমিতি সংসদ এলাকায় বসবাসকারী সমস্ত পরিবারগুলিকে স্বাস্থ্যবিধান সম্পর্কে সচেতন করবে, ❖ এই প্রোগ্র্যামের আওতাধীন

			পরিবারগুলিতে শৌচাগার তৈরীর সময়ে জনস্বাস্থ্য উপসমিতি গ্রাম উন্নয়ন সমিতিকে কাজে লাগিয়ে কাজকর্মের তদ্বির ও তদারকি করবে ।
২.স্বাস্থ্যসম্মত ভাল অভ্যাসগুলিকে চালু করা এবং শৌচাগারের সুযোগ জনগনের কাছে পৌঁছে দেওয়া ।	❖ জেলাস্তরে এবিষয়ে লোকজনকে সজাগ করে তোলার জন্য দৃষ্টান্ত মূলক কাজকর্মগুলিকে (best practices) দেখানো এবং এক্সপোজার ভিজিটের ব্যবস্থা করা ।	❖ পঞ্চায়েত সমিতিস্তরে স্বাস্থ্যবিধি ও শৌচাগারের উপর বিশেষ সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা , ❖ বিদ্যালয়স্তরে আলোচনা সভা,বিতর্ক, রচনা প্রতিযোগিতা ইত্যাদির আয়োজন করা , ❖ এই বিশেষ উদ্যোগে মাধ্যমিক।উচ্ছ মাধ্যমিক বিদ্যালয় শিক্ষকগণকে সামিল করা ।	❖ বিদ্যালয়স্তরে আলোচনা সভা,বিতর্ক, রচনা প্রতিযোগিতা, ইত্যাদির আয়োজন করা , ❖ এই বিশেষ উদ্যোগে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণকে সামিল করা ।
৩. সার্বিক স্বাস্থ্যবিধান কর্মসূচীর পরিকল্পনা তৈরী করা ।	❖ সমগ্র জেলার জন্য বার্ষিক পরিকল্পনা তৈরী করা এবং তা দপ্তরে পাঠানো , ❖ স্যানিটারী মার্টের উৎপাদন এবং বিপণন সংক্রান্ত পরিকল্পনা	❖ বার্ষিক পরিকল্পনা তৈরী করা এবং দারিদ্র্য সীমার নীচে এবং উপরে বসবাসকারী যেসব পরিবারের বিজ্ঞান সম্মত শৌচাগার নেই	❖ দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী পরিবারগুলির তালিকা মার্টকে দেওয়া, ❖ প্রতি মাসের প্রোগ্র্যাম তৈরী করা

	তৈরী করা ।	তাদের লক্ষ্য করে প্রতি মাসের পরিকল্পনা স্হির করা ।	এবং প্রতি মাসে কোন্ কোন্ পরিবারে শৌচাগার তৈরী হয়েছে তার তালিকা তৈরী করা, ❖ এই প্রোগ্র্যাম তৈরীর ব্যাপারে পঞ্চায়েত সমিতি এবং স্যানিটারী মার্টের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলা ।
৪. শৌচাগার সংক্রান্ত জিনিসপত্র তৈরীর জন্য স্যানিটারি মার্ট চিহ্নিতকরণ এবং অন্যান্য উপকরণ সরবরাহ ।	❖ স্যানিটারি মার্ট চালানোর জন্যে / NGO দের নির্বাচন করা, ❖ সঞ্চালকদের (মোটিভেতর) প্রশিক্ষণের আয়োজন করা ।	❖ স্যানিটারি মার্ট চালানোর জন্যে / NGO দের নির্বাচন করা এবং অনুমোদনের সুপারিশ করা , ❖ স্যানিটারী মার্টের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা যাতে মার্টের কাজকর্মের তদ্বির ও তদারকি করা যায় এবং স্যানিটারী মার্টের তৈরী করা শৌচাগার সংক্রান্ত জিনিসপত্রের মান পরীক্ষা করা ও রক্ষা করা ।	❖ স্যানিটারী মার্টের সাহায্যে শৌচাগার সংক্রান্ত অন্যান্য উপকরণ সরবরাহ করা এবং শৌচাগার স্হাপনের ব্যবস্হা করা ।
৫.প্রশিক্ষণের ব্যবস্হা করা ।	❖ জেলাস্তরে ব্লকভিত্তিক প্রশিক্ষণের জন্য প্রশিক্ষকদলের প্রশিক্ষণের আয়োজন করা,	❖ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও পঞ্চায়েতের প্রধানদের নিয়ে আলোচনা সভা,	❖ বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নিয়ে এবং গ্রাম শিক্ষা কমিটির সদস্যদের গ্রাম পঞ্চায়েতস্তরে

	❖ সঞ্চালকদের (মোটিভেটর) প্রশিক্ষণের আয়োজন করা, ❖ সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক এবং সভাপতিকে নিয়ে একদিনের ওয়ার্কশপ করা, ❖ মার্ট ম্যানেজারদের প্রশিক্ষণের আয়োজন করা, ❖ গানের দলের প্রশিক্ষণের আয়োজন করা ।	❖ রাজমিস্ত্রীদের প্রশিক্ষণের আয়োজন করা, ❖ বিদ্যালয় শিক্ষকদের জন্য দুদিনের প্রশিক্ষণের আয়োজন করা ।	সচেতনতা শিবির করা ।
৬. অর্থ সরবরাহ করা ও তার সদ্ব্যবহার করা ।	❖ দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাসকারী পরিবারের জন্য বরাদ্দ ২২.৫ শতাংশ ভরতুকির পরিমাণ নির্ণয় করে পঞ্চায়েত সমিতির মাধ্যমে সরাসরি গ্রাম পঞ্চায়েতকে দেওয়া , ❖ সচেতনতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত অর্থ পঞ্চায়েত সমিতি, গ্রাম পঞ্চায়েত এবং কখনও কখনও সরাসরি স্যানিটারী মার্টকে দেওয়া, ❖ প্রশিক্ষণ খাতের টাকা পঞ্চায়েত সমিতিকে দেওয়া,	❖ ব্লকস্তরের কর্মশালা, পর্যালোচনা, প্রশিক্ষণ, প্রতিযোগিতা ইত্যাদি করার অর্থের সদ্ব্যবহার পত্র জেলা পরিষদে পাঠানো ।	❖ দেওয়াললিখন, গ্রুপ মিটিং, ম্যাজিক শো, ভিডিও শো,কবিগান, পুতুলনাচ ,মাইক প্রচার ইত্যাদির জন্য অর্থের সদ্ব্যবহার পত্র পঞ্চায়েত সমিতিকে পাঠানো ।

	❖ মানব উন্নয়ন মূলক (HRD) এবং তথ্য,শিক্ষা ও জ্ঞাপণ (IEC) সংক্রান্ত বরাদ্দ টাকা যথাক্রমে পঞ্চায়েত সমিতি, গ্রাম পঞ্চায়েত এবং কখনও কখনও সরাসরি স্যানিটারী মার্টকে দেওয়া, ❖ স্যানিটারী মার্টের পাওনা মেটানোর জন্য পঞ্চায়েত সমিতিকে অনুদান দেওয়া , ❖ দেওয়াললিখন, গ্রুপ মিটিং ,ম্যাজিক শো, ভিডিও শো,কবিগান ,পুতুলনাচ, মাইক প্রচার ইত্যাদির জন্য পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েতকে জানিয়ে সরাসরি টাকা প্রদান, ❖ জেলাস্তরের কর্মশালা, পর্যালোচনা,জেলাস্তরের প্রশিক্ষণ ,হোর্ডিং ,ব্যানার,লিফলেট ও পোস্টার তৈরী করা ইত্যাদির জন্য সরাসরি জেলা পরিষদ টাকা খরচ করবে , ❖ মহকুমাস্তরের কর্মশালা,পর্যালোচনা ও মনিটরিং এর টাকা		

	সরাসরি মহকুমায় পাঠানো, ❖ পঞ্চায়েত সমিতি, গ্রাম পঞ্চায়েত এবং কখনও কখনও সরাসরি স্যানিটারী মার্ট থেকে পাওয়া অর্থের সদ্ব্যবহার পত্র যথাস্থানে পাঠানো ।		
৭. তদ্বির ও তদারকি করা	❖ সমস্ত প্রোগ্র্যামের তদ্বির ও তদারকি করা এবং প্রতি বছর ৪টি সভা করে মূল্যায়ণ করা , ❖ তিনমাস পরপর সভাপতি, বিডিও, এন.জি.ও প্রধান, নোডাল অফিসারদের নিয়ে ত্রৈমাসিক সভা করা।	❖ জনস্বাস্থ্যের মাসিক সভায় অগ্রগতির মূল্যায়ণ করা।	❖ সার্বিক স্বাস্থ্যবিধান কর্মসূচীর প্রতিটি পদক্ষেপে মূল্যায়ন ও তদারকি করা, ❖ উপসমিতির সঞ্চালকের দ্বারা মাসিক মূল্যায়ণ করা।

৯. <u>জাতীয় বার্ধক্য ভা।ত। প্রকল্প</u> ঃ গ্রামাঞ্চলে দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী বৃদ্ধ, অশক্ত মানুষদের সাহায্যের জন্য ভাতা প্রদানের কর্মসূচী।

কার্য্যাবলী	জেলা পরিষদের দায়িত্ব	পঞ্চায়েত সমিতির দায়িত্ব	গ্রাম পঞ্চায়েতের দায়িত্ব
১. দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী মানুষদের তালিকা থেকে সবচেয়ে দরিদ্রতম উপভোক্তাদের চিহ্নিতকরণ এবং অনুমোদন।		❖ গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে প্রাপ্ত বার্ধক্য ভাতার অগ্রাধিকার তালিকা সুপারিশ করে অনুমোদনের জন্য মহকুমা শাসকের কাছে পাঠানো , ❖ মহকুমা শাসক দ্বারা অনুমোদিত তালিকার কপি জেলায় পাঠানো অর্থ বরাদ্দের জন্য।	❖ গ্রাম উন্নয়ন সমিতির মাধ্যমে গ্রাম সংসদ সভায় দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাসকারী মানুষদের মধ্যে থেকে সবচেয়ে দরিদ্রতম মানুষদের চিহ্নিত করা, ❖ সংসদ সভায় অনুমোদিত উপভোক্তাদের অগ্রাধিকার তালিকা গ্রহণ করে প্রতিটি সংসদের কোটা নির্ধারণ করা, ❖ গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সাহায্যে উপভোক্তাদের দ্বারা নির্ধারিত আবেদন পত্র পূরণ করা, ❖ পূরণ করা অবেদন পত্রগুলি প্রধানের সুপারিশ সহ পঞ্চায়েত সমিতিতে পাঠানো,
২. বার্ধক্য ভাতার জন্য অর্থপ্রদান করা		❖ জেলা থেকে পাওয়া আর্থিক	❖ অর্থপ্রাপ্তির পর গ্রাম পঞ্চায়েত

এবং তা বিলি ব্যবস্থা করা ।		অনুদান অনুমোদিত তালিকা অনুযায়ী গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে বরাদ্দ করা ।	সদস্যদের উপস্থিতিতে পঞ্চায়েত অফিস থেকে অথবা গ্রাম সংসদের সভায় ''মাস্টার রোল'' এর মাধ্যমে উপভোক্তাদের অর্থ প্রদান করা। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য বা সদস্যারা উপভোক্তাদের চিহ্নিত করবেন ।

১০. <u>জাতীয় পরিবার সুরক্ষা প্রকল্প</u> ঃ কোনও দুর্ঘটনা জনিত মৃত্যু বা অসময়ে মৃত্যুর কারণে দুর্দশাগ্রস্ত পরিবারগুলির সুরক্ষার কর্মসূচী ।

কার্য্যাবলী	জেলা পরিষদের দায়িত্ব	পঞ্চায়েত সমিতির দায়িত্ব	গ্রাম পঞ্চায়েতের দায়িত্ব
১. দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী যেসব পরিবারের প্রধান উপার্জনকারি ব্যাক্তি মারা গিয়েছেন তাদের চিহ্নিত করা এবং সহায়তা করা ।		❖ গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে প্রাপ্ত দুর্দশাগ্রস্ত পরিবারগুলির তালিকা সুপারিশ করে অনুমোদনের জন্য মহকুমা শাসকের কাছে পাঠানো,	❖ গ্রাম উন্নয়ন সমিতির মাধ্যমে যেকোনও দুর্ঘটনার খবর সংগ্রহ করা, ❖ দুর্দশাগ্রস্ত পরিবার গুলিকে চিহ্নিত

		মহকুমা শাসক দ্বারা অনুমোদিত তালিকা জেলা পরিষদে পাঠানো।	করে তালিকা প্রস্তুত করা এবং গ্রাম উন্নয়ন সমিতির মাধ্যমে নির্দিষ্ট আবেদন পত্র পূরণ করে সুপারিশের জন্য পঞ্চায়েত সমিতিকে পাঠানো ।
২. অর্থপ্রদান এবং তার সদ্ব্যবহার	সরকারের কাছ থেকে অর্থবরাদ্দ গ্রহন করা, অনুমোদিত তালিকা অনুযায়ী পঞ্চায়েত সমিতি গুলিতে অর্থবরাদ্দ করা । পঞ্চায়েত সমিতি থেকে প্রাপ্ত সদ্ব্যবহার পত্রগুলি যথাস্থানে পাঠানো ।	জেলা পরিষদের কাছ থেকে পাওয়া অর্থ অনুমোদিত তালিকা অনুযায়ী গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে বরাদ্দ করা, গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে প্রাপ্ত শংসাপত্র জেলা পরিষদে পাঠানো	”অ্যাকাউন্ট পেয়ী চেক” এর মাধ্যমে উপভোক্তাদের অর্থ প্রদান করা , ❖ প্রাপ্ত অর্থ যথাযথভাবে ব্যবহার করার শংসাপত্র পঞ্চায়েত সমিতিতে পাঠানো ।

প

১১. <u>সজল ধারা</u> ঃ জলবাহিত রোগগুলরি প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে গ্রামের মানুষজনকে পরিষ্কার ও জীবানুহীন জল সরবরাহ করার কর্মসূচি ।

কার্য্যাবলী	জেলা পরিষদের দায়িত্ব	পঞ্চায়েত সমিতির দায়িত্ব	গ্রাম পঞ্চায়েতের দায়িত্ব
১.গ্রামবাসীদের মধ্যে সচেতনতা জাগ্রত করা।			❖ গ্রামবাসীদেরকে পরিষ্কার ও জীবানুহীন পানীয় জল সম্পর্কে সচেতন করা এবং উদ্যোগী করানো ।
২. উপভোক্তাদের তথা ব্যবহারকারী দলকে চিহ্নিতকরণ	❖ আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এবং বিভিন্ন বিচার্য বিষয়ের	❖ গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃক প্রেরিত আবেদন পত্রগুলিকে	❖ গ্রাম উন্নয়ন সমিতির মাধ্যমে উপভোক্তাদের

এবং অনুমোদন ।	ভিত্তিতে প্রকল্প অনুমোদন করা ।	সুপারিশ করে জেলা পরিষদে অনুমোদনের জন্য পাঠানো ।	তালিকা প্রস্তুত করা এবং ব্যবহারকারী দল তৈরী করা, ❖ গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সাহায্যে উপভোক্তাদের আবেদন পত্র পূরণ করে সুপারিশের জন্য পঞ্চায়েত সমিতিতে পাঠানো ।
৩. পরিষ্কার ও জীবানুহীন পানীয় জল সরবরাহ করার প্রকল্পটিকে নির্বাহ করা ।		❖ জেলা পরিষদ থেকে অনুমোদন পাওয়ার পরে গ্রাম পঞ্চায়েতকে তা জানানো এবং পঞ্চায়েত সমিতির নিজস্ব ইঞ্জিনিয়ারিং পরিকাঠামোকে কাজে লাগিয়ে পানীয় জল সরবরাহ করার প্রকল্পটিকে নির্বাহ করা ।	
৪.অর্থবরাদ্দ করা ও বিলিব্যবস্থা করা এবং তার সদ্ব্যবহার ।	❖ সরকারের কাছ থেকে নির্ধারিত প্রকল্পের অর্থ বরাদ্দ পাওয়া, ❖ পঞ্চায়েত সমিতির গৃহীত এবং অনুমোদিত প্রকল্প গুলির জন্য পঞ্চায়েত সমিতিকে অর্থ বরাদ্দ করা, ❖ পঞ্চায়েত সমিতি থেকে প্রাপ্ত	❖ জেলা পরিষদ থেকে প্রাপ্ত অর্থ প্রকল্প নির্বাহের কাজে যথাযথভাবে ব্যবহার করা এবং অর্থ ব্যবহারের শংসাপত্র জেলা পরিষদে পাঠানো ।	

৫.তদ্বির ও তদারকি।	সদ্ব্যবহার পত্রগুলি যথাস্থানে পাঠানো। ❖ সমগ্র প্রোগ্রামের তদ্বির ও তদারকি করা।	কর্মসূচীর প্রতিটি পদক্ষেপে তদ্বির ও তদারকি করা।	

১২. জাতীয় গ্রামীন কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্প ঃ গ্রামাঞ্চলে প্রতিটি পরিবার পিছ ১০০ দিনের কাজের নিশ্চয়তা দানের কর্মসূচী।

কার্য্যাবলী	জেলা পরিষদের দায়িত্ব	পঞ্চায়েত সমিতির দায়িত্ব	গ্রাম পঞ্চায়েতের দায়িত্ব
১.কর্মপরিকল্পনা তৈরী করা।	❖ পঞ্চায়েত সমিতি থেকে উঠে আসা সমস্ত প্রস্তাব একত্রিত করে ডিস্ট্রিক্ট প্রোগ্র্যাম অফিসারের (জেলাশাসক) মাধ্যমে ব্লক ভিত্তিক জেলা পরিকল্পনা তৈরী করা **(১৫ দিনের বেশী**	❖ গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে উঠে আসা কর্ম পরিকল্পনা গ্রহন এবং গ্রহনের ১৫ দিনের মধ্যে কর্ম পরিকল্পনার অনুমোদন **(১৫ দিনের বেশী সময় হয়ে গেলে কর্ম পরিকল্পনাটি অনুমোদিত হয়ে**	❖ গ্রাম উন্নয়ন সমিতির মাধ্যমে সংসদস্তরে সমস্ত মানুষকে প্রকল্প সম্পর্কে সচেতন করা এবং সমন্বিত করা, ❖ গ্রাম উন্নয়ন সমিতির মাধ্যমে গ্রাম সংসদের

	সময় হয়ে গেলে কর্ম পরিকল্পনাটি অনুমোদিত হয়ে গেছে এবং জেলা পরিষদের কোনও আপত্তি নেই ,ধরে নেওয়া হবে) ।	**গেছে এবং পঞ্চায়েত সমিতির কোনও আপত্তি নেই ধরে নেওয়া হবে) ।**	পরামর্শক্রমে সর্বস্তরের মানুষকে সমবেত করে নভেম্বর মাসের মধ্যে কর্মপ্রার্থীর একটি তালিকা এবং সম্পদ ও সম্ভাবনা মিলিয়ে একটি কাজের তালিকা প্রস্তুত করা, (কি কি কাজ এই প্রকল্পে পর আওতায় করা যাবে তার তালিকা **সংযোজনী " খ"** তে দেওয়া হল), ❖ গ্রাম সংসদ থেকে উঠে আসা কাজের তালিকাগুলিকে একত্রিত করে এবং তার সঙ্গে সমন্বিত উদ্যোগে চালু প্রকল্পগুলিকে মিলিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে একটি পঞ্চবার্ষিকী কর্ম পরিকল্পনা তৈরী করা এবং তদনুসারে বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা তৈরী করা, ❖ এইগুলি প্রোগ্র্যাম অফিসারের কাছে পাঠিয়ে অনুমোদন নেওয়া (প্রোগ্র্যাম

২. উপভোক্তাদের চিহ্নিতকরণ, নথিভুক্তীকরণ এবং কাজের ব্যবস্থা করা।	❖ প্রোগ্রাম অফিসার কোনও আবেদন কারীকে কাজ দিতে না পারলে সেই আবেদনকারীর জন্য কাজের ব্যবস্থা করা।	❖ কাজ না পাওয়া কর্মপ্রার্থীদের আবেদন পত্র গ্রাম পঞ্চায়েতের কাছ থেকে গ্রহন করা, ❖ কাজ না পাওয়া কর্মপ্রার্থীদের অন্য গ্রাম পঞ্চায়েতে অথবা পঞ্চায়েত সমিতিতে কাজ দেওয়ার ব্যবস্থা করা, ❖ যদি এইভাবে কাজের ব্যবস্থা না করা যায় তবে তা আবেদন পত্র জমা দেবার ১১ দিনের মধ্যে জেলা প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটরকে জানানো।	অফিসার কোনও প্রস্তাব বাতিল করতে পারবেন না কিন্তু প্রকৌশলগত কারণে তা অন্য কোনও স্তরকে দিতে পারেন। সেইসঙ্গে তিনি গ্রাম পঞ্চায়েতের কাছে অতিরিক্ত কাজের তালিকাও চাইতে পারেন।) ❖ সংসদ থেকে উঠে আসা কর্মপ্রার্থীদের কাছ থেকে রেজিস্ট্রেশনের জন্য আবেদন পত্র গ্রহন করা, ❖ আবেদন পত্র জমা পড়ার ১৫ দিনের মধ্যে আবেদন পত্রগুলি যাচাই করা এবং সন্তোষজনক হলে তার নাম তালিকাভুক্ত করা (ফরম্ ৩), ❖ জব কার্ড ইস্যু করা, ❖ ফরম্ ৪ক তে কাজের জন্য

			আবেদন গ্রহন করা এবং কাজের তালিকা অনুযায়ী কাজ দেওয়া, ❖ যদি কোনও আবেদনকারীকে কাজ না দিতে পারা যায় তবে তা আবেদন পত্র জমা পড়ার ৬ দিনের মধ্যে তা প্রোগ্রাম অফিসারকে জানানো ।
৩. বেকার ভাতা প্রদান ।	❖ বেকার ভাতা দিতে হলে জেলা প্রোগ্রাম অফিসার তা রাজ্য সরকারের নজরে আনবেন ।	❖ বেকার ভাতার জন্য আবেদনপত্র গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে প্রোগ্রাম অফিসার গ্রহন করবেন, ❖ ঐ সব আবেদন পত্র অনুসন্ধান করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া, ❖ বেকার ভাতা দিতে হলে প্রোগ্রাম অফিসার তা জেলা প্রোগ্রাম অফিসারকে জানাবেন ।	
৪.অর্থবরাদ্দ করা ও বিলিব্যবস্থা করা এবং তার সদ্ব্যবহার।	❖ জেলা প্রোগ্রাম আধিকারিক হিসেবে জেলা শাসক সরকারের কাছ থেকে নির্ধারিত প্রকল্পের অর্থ বরাদ্দ গ্রহণ করবেন, ❖ পঞ্চায়েত সমিতির গৃহীত এবং অনুমোদিত প্রকল্প	❖ জেলা প্রোগ্রাম আধিকারিকের কাছ থেকে পাওয়া অর্থ অনুমোদিত তালিকা অনুযায়ী প্রোগ্রাম অফিসার গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে বরাদ্দ করবন, ❖ গ্রাম পঞ্চায়েত	❖ বেকার ভাতার জন্য জমা পড়া আবেদন পত্র প্রোগ্রাম অফিসারকে জমা দেওয়া । ❖ কাজের বেতন কোনও গ্রাম উন্নয়ন সমিতি বা উপভোক্তা কমিটির সামনে

	গুলির জন্য জেলা প্রোগ্র্যাম আধিকারিক প্রোগ্রাম আধিকারিক হিসেবে সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিককে অর্থ বরাদ্দ করবেন । ❖ প্রোগ্রাম আধিকারিকের কাছ থেকে প্রাপ্ত সদ্ব্যবহার পত্রগুলি যথাস্থানে পাঠাবেন জেলা প্রোগ্রাম আধিকারিক ।	থেকে প্রাপ্ত শংসাপত্র প্রোগ্রাম অফিসার জেলা প্রোগ্রাম আধিকারিককে পাঠাবেন ।	প্রদান করা (এই প্রকল্পে গ্রাম উন্নয়ন সমিতি উপভোক্তা কমিটি হিসেবে কাজ করবে), ❖ কেবলমাত্র সরকারী বা পঞ্চায়েত কর্মচারীর সাহায্যে মাস্টার রোলের মাধ্যমে মজুরী প্রদান করা ।কোনও কোনও ক্ষেত্রে স্বনির্ভর দলের মাধ্যমেও দেওয়া যেতে পারে (শ্রমিকদের মজুরী ডাকঘরের সঞ্চয় অ্যাকাউন্টের মাধ্যমেও জমা দেওয়া যেতে পারে), ❖ প্রাপ্ত অর্থ যথাযথভাবে ব্যবহার করার শংসাপত্র পঞ্চায়েত সমিতিতে পাঠানো।
৫.তদ্বির ও তদারকি	❖ সমগ্র প্রোগ্রামের তদ্বির ও তদারকি করা ।	❖ সমগ্র প্রোগ্রামের তদ্বির ও তদারকি করা ।	❖ সমগ্র প্রোগ্র্যামের তদ্বির ও তদারকি করা, ❖ ফরম্ ১১ তে একটি অভিযোগ বা অসন্তোষ

			নিরসন ব্যবস্থার রেজিস্টার থাকবে ।

সংযোজনী -- ক

সম্পূর্ণ গ্রামীন রোজগার যোজনায় যেসব কাজ গ্রাম পঞ্চায়েত করতে পারবে ঃ

১. মাটির রাস্তা ,
২. পুকুর কাটা ,
৩. পুকুর পুনঃখনন ,
৪. জল সংরক্ষণের জন্য উঁচু করে আল বা মাটির বাঁধ দেওয়া,
৫. বাঁধ সারাই ,
৬. বাঁশ পাইলিং ,
৭. সেচনালা ,.
৮. টিউবয়েল মেরামতি ,
৯. টালি পাইলিং ,
১০. বনসৃজন প্রকল্প (এলাকার গ্রামীন সম্পদকে কাজে লাগিয়ে প্রকল্প করতে হবে),
১১. অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র তৈরী করা ।

সম্পূর্ণ গ্রামীন রোজগার যোজনায় যেসব কাজ পঞ্চায়েত সমিতি করতে পারবে ঃ

১. খাল কাটা ,
২. জেলা পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে বোরো বাঁধ নির্মাণ ,
৩. বিদ্যালয় নির্মাণ ,
৪. সেচ ও জলপথ দপ্তরের অনুমোদন সাপেক্ষে খালের মধ্যে ইঁটের বাঁধ নির্মাণ,
৫. একাধিক পথ বা সংযোগকারী রাস্তা নির্মাণ ,
৬. গৃহ , ইমারত নির্মাণ ,
৭. বড় কালভার্ট নির্মাণ ,
৮. বড় পাকা ড্রেন নির্মাণ ,
৯. সাঁকো নির্মাণ ,
১০. বণ্যাত্রাণ শিবির নির্মাণ ,
১১. বনসৃজন প্রকল্প (ব্লক এলাকার গ্রামীন সম্পদকে কাজে লাগিয়ে প্রকল্প করতে হবে)।

সম্পূর্ণ গ্রামীন রোজগার যোজনায় যেসব কাজ জেলা পরিষদ করতে পারবে ঃ

১. নদীর বাঁধ মেরামতী ,
২. সেচ খাল খনন ,
৩. বড় পিচের রাস্তা নির্মাণ ,
৪. ব্রীজ নির্মাণ ,
৫. কালভার্ট নির্মাণ ,
৬. বিপণন কেন্দ্র বা বাজার নির্মাণ ,
৭. পার্ক নির্মাণ ,
৮. চড়ুইভাতি কেন্দ্র নির্মাণ ,
৯. বনসৃজন প্রকল্প (জেলার গ্রামীন সম্পদকে কাজে লাগিয়ে প্রকল্প করতে হবে)।

সংযোজনী --- খ

সম্পূর্ণ গ্রামীন রোজগার যোজনায় দারিদ্র্যসীমার নীচে থাকা তফশিলি জাতি বা আদিবাসীদের জন্য ব্যক্তিগত সুবিধা প্রকল্পে যেসব কাজ করা যেতে পারে ঃ

১. পাট্টা দেওয়া সরকারী জমির উন্নয়ন ,
২. উপভোক্তার জমিতে জ্বালানী কাঠ ও গবাদি পশুর খাদ্য চাষ আবাদের মতো বনসৃজন কার্য ,
৩. উপভোক্তার জমিতে কৃষি উদ্যান করা ,
৪. উপভোক্তার জমিতে পুষ্প উদ্যান করা ,
৫. যেকোনও স্বনিযুক্তি কর্মসূচীর ক্ষেত্রে কারখানা কিংবা পরিকাঠামো ,
৬. সেচের জন্য উন্নত সেচ কূপ করা ,
৭. সেচের জন্য উন্নত ছিদ্র কূপ করা ,
৮. মৎস্যচাষের জন্য প্রাথমিক সহায়তা নিয়ে পুকুর খনন বা পুনঃখনন ,
৯. অন্যান্য উপার্জনক্ষম সম্পত্তির সংস্কার ,
১০. বাসগৃহ নির্মাণ ,
১১. স্যানিটারী পায়খানা ও ধোঁয়াহীন চুল্লী ।

বিঃ দ্রঃ ব্যক্তিগত সুবিধাভোগীদের ক্ষেত্রে যেসব কাজে তাদের আর্থিক সংস্থান জোরদার হয় সেসব কাজে অগ্রাধিকার দিতে হবে ।